বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১৪-২০১৫

প্রথম খন্ড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(জনতা ব্যাংক লিঃ, রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ)

(অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
এর ২০১৩-২০১৪ ও তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪০
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	-
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪০
৮	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখঃ ২৯/১২/১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
১২/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর জনতা ব্যাংক লিঃ, রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর এবং তদপূর্ববর্তী বছর সমূহের হিসাব ও আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখঃ ____________ বঃ
খ্রিঃ

গ

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২	BTB(বিটিবি) LC	=	Back To Back LC	রপ্তানির বিপরীতে আমদানীর যে ঋণপত্র খোলা হয়।
৩	BRPD(বিআরপিডি)	=	Banking Regulation Policy Department	-
৪	BMRE (বিএমআরই)	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা।
৫	C.C (HYPO)	=	Cash Credit (Hypothecation)	ব্যবসার জন্য দেয় ঋণের বিপরীতে কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধকীকরণ।
৬	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৭	CF	=	Cost of Fund	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৮	CIB(সিআইবি)	=	Credit Information Bureau	-
৯	DA (ডিএ)	=	Document against Acceptance	এক ব্যাংক শাখা অন্য ব্যাংক শাখার উপর স্থানীয় এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance ব্যাখ্যা দিতে হয়
১০	DEFERED LC (ডেফার্ড এলসি)	=	-	বিশেষ ধরণের ঋণপত্র।
১১	EEF(ইইএফ)	=	Equity and Entrepreneurship Fund	-
১২	ETP(ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১৩	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৪	FBPN(এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৫	FBP(এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৬	FC Account (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency Account	-
১৭	FL	=	Funded Liability	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডের দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণপত্র সমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয় । যেমন, সিসি(হাইপো), সিসি(প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষিও অকৃষিজ ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋন, ভোগপন্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি এর ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন, আমদানি ঋণ, লিম, এলটিআর,

				পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
১৮	IDCP(আইডিসিপি)	=	Interest During Construction Period	-
১৯	IIDFC(আইআইডিএফসি)	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	-
২০	ILC(আইএলসি)	=	Inland Letter of Credit	-
২১	LDBP (এলডিবিপি)	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২২	LTR(এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্থ গ্রাহককে আমদানিকৃত পন্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
২৩	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পন্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ।
২৪	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	-
২৫	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গীকারকৃত সকল দায়।
২৬	PAD(পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
২৭	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানিপূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
২৮	PSC(পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	রপ্তানিপূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
২৯	STL(এসটিএল)	=	Short term loan	স্বল্প মেয়াদী ঋণ।
৩০	SOD(এসওডি)	=	Secured Over Draft	আমানতের বিপরীতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ।
৩১	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	Forced Loan	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
৩২	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৩৩	পুন: তফসিল	=	Re-schedule	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৩৪	ডাউন পেমেন্ট	=	Down Payment	পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৩৫	আরোপিত সুদ	=	Accrued Interest	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৩৬	অনারোপিত সুদ	=	Non-accrued Interest	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩৭	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৩৮	NI Act 1881 (এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১)	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির নাম	জড়িত টাকা
১	বন্ধ প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফিশ প্রিজারভার্স লিঃ এর নিকট মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত মোট পাওনা আদায় অনিশ্চিত।	২৮,৬০,১৬,৮৩৩
২	এম এম ভেজিটেবল নামক প্রতিষ্ঠানকে এলটিআর মঞ্জুরের পর পাওনা অর্থ আদায় করতে না পারা এবং ক্ষতি হিসেবে শ্রেনীবিন্যাস না করেই অবলোপন করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ।	৩০,৯০,৯৬,০৫১
৩	খন্ড খন্ড জমি সহ-জামানত হিসাবে বন্ধক রেখে অতিমূল্যায়ন পূর্বক ঋণ প্রদান এবং মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে গ্রাহক কে প্রকল্প ঋণ(টার্ম লোন) প্রদান করায় কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি।	৩,২৪,৪০,৯৯১
৪	অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ প্রদান এবং তদারকির অভাবে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণ দুটি কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ।	৮,৯২,৫১,৩৭৭
৫	মেসার্স এম এম ভেজিটেবল ওয়েল প্রোডাক্টস্ লিঃ কে এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত ক্রুড পাম অয়েল (Crude Palm Oil) এর মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে সহায়ক জামানত ব্যতীত এল টি আর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ মেয়াদ উর্ত্তীণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত ।	৩৫,১২,৬৭,৩০৭
৬	লিয়েনকৃত কার্যাদেশের মূল্য গ্রাহকের ঋণ হিসাবে জমা হওয়ার শর্ত থাকা সত্ত্বেও উহা জমা না করায় এসএমই (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) ঋণের শ্রেণিবিন্যাসিত অনাদায়ী।	৩,৭২,১২,৯৩৩
৭	জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ ও হাইপোঃ) এবং ওভার ড্রাফট্ ঋণ প্রদান ও তা আদায় না হওয়ায় খেলাপী ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে অবলোপনকরণ এবং অবলোপন পরবর্তীতেও আদায় না হওয়ায় ক্ষতি ।	১,২৬,৫৭,৫৪৫
৮	প্রকল্প ঋণের টাকা আদায় না করায় ঋণটি শ্রেণীকৃত ও মন্দ ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৪,১৫,৪১,৫০৬
৯	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের আওতায় প্রকল্প ঋণের টাকা আদায় না করে পরবর্তীতে একই জামানতের বিপরীতে সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও ঋণের টাকা আদায় না করায় ঋণটি মন্দ ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১০,২৩,৪০,০০০
১০	সহায়ক জামানত ব্যাতীত মেসার্স রহমান ট্রেডিংকে এলসির বিপরীতে আমদানীকৃত পন্যের মূল্য পরিশোধের জন্য মঞ্জুরীকৃত ১১টি এলটিআর ঋণের টাকা অনাদায়ী ও আর্থিক ক্ষতি।	৬৩,৯৫,০৪,০০০
১১	প্রকল্প ঋণ গ্রহীতা মের্সাস পুর্ণভবা ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজার্ভস লিঃ ও মের্সাস হাবিব মিনি বিশেয়ায়িত কোল্ডস্টোরেজ প্রকল্পের সম্পদের ইকুইটি বৃদ্ধি না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত।	১৬,২৩,১৬,০০০
		সর্বমোট=২০৬,৩৬,৪৪,৫৪৩

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০১৩-২০১৪ এবং তদপূর্ববর্তী বিভিন্ন অর্থ বছর।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার বছর	নিরীক্ষার সময়
১	জনতা ব্যাংক লিঃ, লালদিঘী ইস্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	২০১৪ খ্রিঃ	১৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৯/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
২	জনতা ব্যাংক লিঃ, খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখা , চট্টগ্রাম।	২০১১-২০১৩ খ্রিঃ	২৪/০৮/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৩	জনতা ব্যাংক লিঃ, সৈয়দপুর শাখা, নীলফামারী।	২০০৯-২০১৪ খ্রিঃ	২৪/০৪/২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৪/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৪	জনতা ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা,বগুড়া।	২০১২ ও ২০১৩ খ্রিঃ	১২/৬/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২২/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৫	রূপালী ব্যাংক লিঃ, রূপালী সদন কর্পোরেট শাখা, লালদিঘী পূর্ব পাড়, চট্টগ্রাম।	২০১২ ও ২০১৩ খ্রিঃ	২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত।
৬	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, ঝিনাইদহ শাখা।	২০১১- ২০১৩ খ্রিঃ	২৭/৪/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৪/৫/২০১৪ খ্রিঃ
৭	রূপালী ব্যাংক লিঃ, নামাজগড় শাখা, বগুড়া।	২০০৮-২০১৩ খ্রিঃ	০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
৮	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, চাঁদপুর।	২০১০-২০১৫ খ্রিঃ	০৫/১১/২০১৫খ্রিঃ হতে ১৭/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৯	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ষোলশহর শাখা, চট্টগ্রাম।	২০১২-২০১৪ খ্রিঃ	০৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২১/১০/২০১৪ খ্রিঃতারিখ পর্যন্ত।
১০	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, দিনাজপুর শাখা।	২০০৯-২০১৪ খ্রিঃ	০৫/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৮/০৯/২০১৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ- ০১।

শিরোনামঃ বন্ধ প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফিশ প্রিজারভার্স লিঃ এর নিকট মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত মোট পাওনা ২৮,৬০,১৬,৮৩৩ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ ঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, লালদিঘী ইস্ট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রামের ২০১৪ সালের হিসাব ১৫/০২/২০১৫ হতে ১৯/০৩/২০১৫ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষাকালে সি এল বিবরণী, মেসার্স ফিশ প্রিজারভার্স লিঃ এর ঋণ নথি সমূহ যাচাই করে দেখা যায় যে,

- রপ্তানীমূখী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফিশ প্রিজারভার্স লিঃ, ২৯২ নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, বায়েজিদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ এর ০৪/০২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের সুপারিশ এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর ১১২তম সভার অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ০৪/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং সিসিডি-২/ফিশ প্রিজারভার্স/ফারুক/০৯ এর মাধ্যমে (ক) ১১% সুদে ১৭/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে (১ বছর রেয়াতকাল সহ ত্রৈমাসিক ২৭ কিস্তিতে সুদাসলে) আদায়ের শর্তে ৫,৮৬,৮০,০০০ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ঋণ (খ) ৩০/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ৮% সুদে ৫,০০,০০,০০০ টাকা সিসি(হাঃ) লিমিট এবং (গ) ৩০/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে ৮% সুদে ১০,০০,০০,০০০ টাকা সিসি(প্লেজ) লিমিট মঞ্জুর করা হয় এবং ১৭/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে এ বি ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখার ঋণ বাবদ ১৫,৬৪,৪০,৭৬০.১১ টাকা (৫,৮৬,৮০,০০০ + ৫,০০,০০,০০০ + ৪,৭৭,৬০,৭৬০.১১) পরিশোধ পূর্বক দায় গ্রহণ করা হয়।
- পরবর্তীতে ২১/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্র সূত্র নং সিসিডি-২/ফিশ প্রিজারভার্স/সুবিধা প্রদান/ফারুক/১০/০৯/১০ এর মাধ্যমে ১১% সুদে (৮% গ্রাহক হতে এবং ৩% বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আদায়যোগ্য) ৩০/০৪/২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদে (১ বছরের Moratorium সহ ত্রৈমাসিক ২০ কিস্তিতে সুদাসলে আদায়যোগ্য) ৪,৫০,০০,০০০ টাকা সিসি(প্রনোদনা-ব্লকড) ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার হস্তান্তর ও পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তনের মাধ্যমে জনাব মোঃ আসলাম চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে ব্যাংকের ১৩/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখের ২০১তম বোর্ড সভায় তা অনুমোদন করা হয় (শাখার ২৮/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-এলডিই/রপ্তানি/ফিশ/০২/১১)।
- সিসি(প্লেজ) এর ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় ২০/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পর হতে ১৬/০৫/১২ খ্রিঃ তারিখের ১১,০৯,০০০ টাকা আদায় ছাড়া মে,২০১৪ পর্যন্ত কোন জমা বা ব্যবসায়িক উত্তোলন নেই। তা সত্ত্বেও অনাদায়ী টাকা আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রতি বছরই ঋণ হিসাবটি নবায়ন করা হয়েছে (সর্বশেষ নবায়ন নং এসএসইডি/লালদিঘী ইষ্ট/ফিস প্রিজারভার্স/শাবিবর/২০১৩/৬০৩, তারিখ ঃ ১০/১০/২০১৩ খ্রিঃ,মেয়াদ ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ)। সর্বশেষ নবায়নের সময়ে ০৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবে ব্যালেন্স ছিল ১০,২৬,৬৬,২৯৬.২১ টাকা, যা লিমিট ১০,০০,০০,০০০ টাকা এর চেয়ে ২৬,৬৬,২৯৬.২১ টাকা বেশী। ২৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ঋণ হিসাবে সুদাসলে অনাদায়ীর পরিমাণ ৬,০৯,৭০,৬৬৫.৭৭ টাকা। ঋণ মঞ্জুরীপত্রের ১৩.২(০৯) নং শর্ত মোতাবেক প্রতি উত্তোলনের ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয়যোগ্য হলেও এ ঋণের ক্ষেত্রে কখনও তা করা হয়নি। ঋণ হিসাবটি জুন/২০১৪ মাসে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।
- সিসি(হাইপো) এর ব্যাংক বিবরণ হতে দেখা যায় সর্বশেষ নবায়ন নং এসএসইডি/লালদিঘী ইষ্ট/ফিস প্রিজারভার্স/ শাবিবর/২০১৩/৬০৩, তারিখ ঃ ১০/১০/২০১৩ খ্রিঃ এর পর কোন উত্তোলন বা জমা নেই। সর্বশেষ নবায়নের সময়ে ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ঋণ হিসাবে ব্যালেন্স ছিল ৫,৬২,৫৩,২০৯.৭৭ টাকা, যা লিমিট ৫,০০,০০,০০০ টাকা এর চেয়ে ৬২,৫৩,২০৯.৭৭ টাকা বেশী। লিমিটের চেয়ে বেশী ব্যালেন্স রেখে ঋণ নবায়ন করা জনতা ব্যাংক লিঃ এর ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা বিধি, ৮ম সংস্করণের প্রথম খন্ডের ২৬ নং বিধির বরখেলাপ। ২৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ঋণ হিসাবে সুদাসলে অনাদায়ীর পরিমাণ ১০,২৭,৫৯,২৭৭/৯৩ টাকা। ঋণ মঞ্জুরীপত্রের ১৩.১(০৯) নং শর্ত মোতাবেক প্রতি উত্তোলনের ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয়যোগ্য হলেও এ ঋণের ক্ষেত্রে কখনও তা করা হয়নি। ঋণ হিসাবটি জুন/২০১৪ মাসে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।
- প্রকল্প ঋণের মেয়াদ ১৭/১২/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত হলেও ঋণ মঞ্জুরীপত্রের ০৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিশোধ তফসিল মোতাবেক সময়মত কিস্তি আদায় না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি জুন/২০১৪ মাসে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকরণ করা

হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত ১৯ কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য ৬,০৬,৬৭,০০০ টাকার স্থলে মাত্র ৪,২০,৮৬,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ২৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ীর পরিমাণ ৪,৬৬,১০,৯১৭ টাকা।

- সিসি(প্রনোদনা-ব্লকড) ঋণের মেয়াদ ৩০/০৪/২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত হলেও ঋণ মঞ্জুরিপত্রের ২নং শর্ত মোতাবেক কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য টাকা আদায় না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি জুন/২০১৪ মাসে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত ১৬ কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য ৪,৭৬,৬৭,০০০ টাকার স্থলে মাত্র ১৫,০০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ২৩/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ীর পরিমাণ ৭,৫৬,৭৫,৯৭২ টাকা।

- ব্যাংকের এফডিবিপি রেজিস্টার হতে দেখা যায় ০৬/১১/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পর প্রতিষ্ঠানটি কোন মাছ রপ্তানী করতে সক্ষম হয়নি। প্রতিষ্ঠানটির ০৯/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় ২০১০ সালের শেষের দিকে মালিকানা পরিবর্তন এবং পরবর্তিতে ইউরোপীয় দেশ সমূহে আর্থিক মন্দার কারণে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য রপ্তানীতে স্থবিরতা নেমে আসে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য ব্যাপক ভাবে হ্রাস পায় এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, হরতাল, অবরোধ ইত্যাদি কারণে রপ্তানী পরিচালনা করা যায়নি।
- প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ০৯/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ১৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং-কায়সার/ফিশ প্রিজারভার্স/পুনঃতফসিল/১৪ এর বরাতে শাখার ১৭/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং-এলডিই/রপ্তানি/ফিশ প্রিঃ/পুনঃতফসিল/১৪ এর মাধ্যমে সবগুলো ঋণকে একত্রিত করে প্রযোজ্য সুদ হার ও ২% দন্ড সুদ হারে ৩১/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শুরু হওয়া ৪টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১৮ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের মধ্যে আদায়ের শর্তে পুনঃতফসিল করা হয়।
- এক্ষেত্রে অবশিষ্ট ডাউন পেমেন্ট বাবদ প্রদত্ত ৪৫.০০ লক্ষ টাকার চেকটি নগদায়ন সাপেক্ষে পুনঃতফসিল সুবিধা কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করা হয়। শাখার ০৪/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের সুত্র নং- এলডিই/রপ্তানি/ফিশ প্রিঃ/পুনঃতফসিল/১৫/২ হতে দেখা যায় ডাউন পেমেন্টের ৪২.৫০ টাকা উক্ত তারিখ পর্যন্ত আদায় হয়নি। শাখার ০৪/০৯/২০১৪ তারিখের সূত্র নং দিআচৌ/ফিঃপ্রিজার/প্রকল্প ঋণ/কিস্তি/১৪ হতে দেখা যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ মোতাবেক দরখাস্ত দাখিল করার ৩ মাসের মধ্যে ডাউন পেমেন্টের টাকা পরিশোধ করতে হবে। অথচ দরখাস্ত দাখিল করার ৮ মাস এবং পুনঃতফসিল অনুমোদনের ২ মাস পরও ডাউন পেমেন্টের সম্পূর্ণ টাকা আদায় করা যায়নি। এমতাবস্থায় উক্ত বন্ধ প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত বর্তমান অনাদায়ী ২৮,৬০,১৬,৮৩২/৭০ (আটাশ কোটি ষাট লক্ষ ষোল হাজার আট শত বত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা মাত্র) টাকা আদায় হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিবরণ পরিশিষ্ট '১' এ দেয়া হ'ল।

অনিয়মের কারণঃ

- বন্ধ প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফিশ প্রিজারভার্স লিঃ এর নিকট মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত মোট পাওনা ২৮,৬০,১৬,৮৩২/৭০ টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ফলাফলঃ

- বন্ধ প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে মন্দ ও ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত টাকা আদায় অনিশ্চিত এবং ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে ২০১১ সালের পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। জমিজমা বিক্রি ও অন্যান্য উৎস হতে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের জন্য গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনঃতফসীলিকরণ ও প্রযোজ্য সুদহারে ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করার অনুমোদন করা হয়েছে। তবে ডাউন পেমেন্টের সম্পূর্ণ টাকা এখনও পরিশোধিত না হওয়ায় পুনঃতফসীলিকরণ সুবিধা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। পুনঃতফসীলিকরণ সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য গ্রাহকের সহিত নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক সম্পূর্ণ টাকা অতিসত্তর আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭-০৬-২০১৫খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০২-০৮-২০১৫খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-১১-২০১৬খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনাদায়ী সম্পূর্ণ টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রদত্ত শর্তাবলী অনুসরণ/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০২।

শিরোনামঃ এম এম ভেজিটেবল নামক প্রতিষ্ঠানকে এলটিআর মঞ্জুরের পর পাওনা অর্থ আদায় করতে না পারা এবং ক্ষতি হিসেবে শ্রেনী বিন্যাস না করেই অবলোপন করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৩০,৯০,৯৬,০৫১ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ, খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখা , চট্টগ্রাম এর ২০১১-১৩ সালের হিসাব ২৪/৮/১৪ খ্রিঃ হতে ২/১০/১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে এলসি, এলসি সংক্রান্ত নথি ,এলটিআর নথি,সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নথি,ও হিসাব বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে,

- জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরী পত্র নং-এফটিডি/এমআরএম/এলসি/১১ তাং-২৮/৯/১১ খ্রিঃ এবং নং-এফটিডি/এমআরএম/এলসি/১১ তাং-১২/১০/১১ খ্রিঃ মোতাবেক শাখার গ্রাহক এম এম ভেজিটেবল অয়েল প্রোডাক্টস লিঃ এর অনুকূলে ৩১/১২/২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে প্রদত্ত ৩০.০০ কোটি টাকার এলসি লিমিট ও এলসি লিমিটের আওতায় ২৫.০০ কোটি টাকার এলটিআর লিমিটের বিপরীতে শাখা গ্রাহকের হিসাবে পন্য আমদানীর জন্য যথাক্রমে ঋণ পত্র নং-০১১৩১৯৯০০১০ তাং-২৯/৯/২০১১ খ্রিঃ এবং ঋণপত্র নং-০১১৩১১০১০০০৪ তাং-১২/১০/২০১১ খ্রিঃ এ ঋণপত্র খোলা হয়।
- তদবিপরীতে জাহাজী দলিল ছাড় করানোর নিমিত্তে যথাক্রমে এল টি আর নং- ২৪২,তাং-০২/১০/২০১১ খ্রিঃ এ টাকা ৭,৮৯,৬৬,৭৩০ ও এল টি আর নং-২৯১ তাং-১৩/১২/২০১১ খ্রিঃ ১৬,৯৫,৬৮,০৫৩ টাকা সৃষ্টির তারিখ হতে ১২০ দিন মেয়াদে গ্রাহকের অনুকূলে এলটিআর দায় সৃষ্টি করা হয় যার মেয়াদ যথাক্রমে বিগত ৩১/০১/২০১২খ্রিঃ ও ১২/০৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।
- ১৯/০৭/২০১১ খ্রিঃ তারিখে শাখা, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, প্রধান কার্যালয়ের এফটিডি ও ক্রেডিট কমিটির সুপারিশ ক্রমে সহজামানত ব্যতীত ৩০ কোটি টাকার এলসি লিমিট ও ২৫ কোটি টাকার এল টি আর ঋণ লিমিট মঞ্জুর করে অনিয়মের পটভূমি তৈরী করা হয়।ঋণ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি বিশ্লেষণ না করে এ জাতীয় ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ ব্যাংক স্বার্থের পরিপন্থী।
- ঋণ গ্রহীতা ঋণের শর্ত মোতাবেক পরিশিষ্টে বর্ণিত ৩০,৯০,৯৬,০৫১ টাকা পরিশোধ করে নাই, গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে উক্ত চেক ফেরত আসে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক নিরীক্ষাধীন সময় পর্যন্ত কোন টাকা প্রদান/সমন্বয় করা হয়নি বিধায় শাখার ৩০,৯০,৯৬,০৫১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- ৯/০৩/২০১০ খ্রিঃ সালে জারীকৃত ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা বিধিতে ট্রাস্ট রিসিপ্ট এর বিপরীতে সহজামানত ছাড়া ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের কোন সুযোগ রাখা হয়নি। ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা ব্যবহার "গ" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা বিধিতে উল্লেখিত হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সহজামানত বিহীন ঋণ কিংবা গ্যারান্টির দ্বারা নিরাপদায়িত কোন ঋণ প্রদান করা যাবে না এবং ১৭(ঘ) (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে নুন্যতম ১.৫ গুন মূল্যের সহ জামানত গ্রহণ করতে হবে।
- জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, এন্ড (END) ইউজ বিভাগ, ঋণ অবলোপনের নীতিমালা বাস্তবায়নের বিজ্ঞপ্তি নং-৩৫২২ তাং-২০/০২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের ২ নং ক্রমিক এর "ক" ধারা মোতাবেক ঋণটি অবলোপনের জন্য ন্যূনতম ৫ বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত হবে এবং পাওনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে হবে।
- অবলোপনের প্রস্তাব ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকরণের তারিখের ভিত্তিতে কালানুক্রমিকভাবে প্রেরণ করতে হবে।
- এ ক্ষতিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ার আগেই ঋণ সুপারিশ ও মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষকে দায় হতে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে প্রদত্ত ঋণটি ২৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯২ তম সভায় অবলোপন করা হয়েছে যা জনতা ব্যাংক ঋণ অবলোপন নীতিমালার পরিপন্থি।
- এলটি আর বাবদ সহজামানত ব্যতীত প্রদত্ত ঋণের ক্ষতির জন্য শাখার সুপারিশকারী ও ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় ও অবলোপনকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০২" তে দেয়া হ'ল।

অনিয়মের কারণঃ

- এম এম ভেজিটেবল নামক প্রতিষ্ঠানকে এলটিআর মঞ্জুরের পর শ্রেনীবিন্যাস না করে অবলোপন করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৩০,৯০,৯৬,০৫১ (ত্রিশ কোটি নব্বই লক্ষ ছিয়ান্নব্বই হাজার একান্ন মাত্র)টাকা।

ফলাফলঃ

- ব্যাংকের ক্ষতিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে দ্রুততার সাথে ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ার আগেই ঋণ সুপারিশ ও মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষকে দায় হতে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে প্রদত্ত ঋণটি ২৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯২ তম সভায় অবলোপন করা হয়েছে যা জনতা ব্যাংক ঋণ অবলোপন নীতিমালার পরিপন্থী । ফলে ব্যাংকের পাওনা আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- উক্ত ঋণের সহ জামানত ছিল না। সেজন্য ঋণের বিপরীতে অগ্রিম তারিখযুক্ত সমমান টাকার চেক ও পরিচালকদের ব্যাক্তিগত গ্যারান্টি, কর্পোরেট গ্যারান্টি দেয়া হয়। গ্রাহক নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সিকিউরিটি হিসেবে গৃহীত চেকসমুহ নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করা হয়। উক্ত চেক সমুহ প্রত্যাখ্যাত (Dishonour) হওয়ায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত ১৮৮১ সনে নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট এর ১৩৮ এবং ১৪০ ধারায় ঋণের শর্ত মোতাবেক ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় ২টি সি আর মামলা দায়ের করা হয় । তাছাড়া ঋণ আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করা হয়। বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংক কোম্পানী আইনের আওতায় ঋণ অবলোপন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতার আওতায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। সহজামানত ব্যতীত ঋণ প্রদান ব্যাংকের সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদ বিবেচনা করতে পারেন ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এন্ড ইউজ বিভাগ, ঋণ অবলোপনের নীতিমালা বাস্তবায়নের বিজ্ঞপ্তি নং-৩৫২২ তাং-২০/০২/২০০৩ খ্রিঃতারিখের ২ নং ক্রমিক এর "ক" ধারা মোতাবেক ঋণটি নূন্যতম ৫ বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত হবে এবং পাওনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে হবে । অথচ এ ক্ষতিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত শ্রেণীবিন্যাসিত হওয়ার আগেই ঋণ সুপারিশ ও মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষকে দায় হতে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে প্রদত্ত ঋণটি ২৬/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯২ তম সভায় অবলোপন করা হয়েছে যা জনতা ব্যাংক ঋণ অবলোপন নীতিমালার পরিপন্থী। এই ব্যাপারে সহ জামানত ব্যতীত এলটিআর মঞ্জুর এর জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করে মামলা দায়ের পূর্বক মামলার অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক ।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০২-১২-১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৫-০১-১৫খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২৯-০২-২০১৬খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- নিরীক্ষা মন্তব্যের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- উপরিউক্ত অনিয়মের মাধ্যমে লোন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করতঃ ঋণের টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রদত্ত শর্তাবলী অনুসরণ/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনামঃ খন্ড খন্ড জমি সহ-জামানত হিসাবে বন্ধক রেখে অতিমূল্যায়ন পূর্বক ঋণ প্রদান এবং মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে গ্রাহক কে প্রকল্প ঋণ (টার্ম লোন) প্রদান করায় কু ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৩,২৪,৪০,৯৯১ টাকা।

বিবরণঃ

জনতা ব্যাংক লিঃ এর আওতাধীন সৈয়দপুর শাখা, নীলফামারী এর ২০০৯-২০১৪ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রকল্প লোন নথি, রেজিস্টার ও সংশিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

- খন্ড খন্ড জমি সহজামানত হিসাবে বন্ধক রেখে অতিমূল্যায়ন করে ঋণ প্রদান, মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক স্থানীয় যন্ত্রপাতি যথাযথ ভাবে ক্রয় না করে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে মেসার্স আশা কোয়ালিটি অটো ব্রিকস লিঃ কে প্রকল্প ঋণ প্রদান করায় কু ঋণে পরিনত হওয়ায় ৩,২৪,৪০,৯৯১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীপত্র নং এমএমইডি/ আশা অটো ব্রিকস/এল আর সি/২০১২ তাং-১১/০১/১২ মোতাবেক জনতা ব্যাংক লিঃ সৈয়দপুর শাখা, নীলফামারী কর্তৃক মেসার্স কোয়ালিটি অটো ব্রিকস লিঃ এর অনুকুলে ইট উৎপাদনের জন্য ২৮১.৬৮ লক্ষ টাকার প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণ নথি নিরীক্ষায় নিম্নলিখিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

১। জনতা ব্যাংক লিঃ নিঃ বিঃ নং-৪৫/০৮ তারিখ ০৬/০৫/০৮ এর অনু ১০ এ উল্লেখ রয়েছে সাবরেজিস্ট্রি অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক সহ জামানত সম্পত্তি মূল্যায়ণ করতে হবে। কিন্তু দেখা যায় তা করা হয়নি। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় ২০০৮ সালে ক্রয়কৃত জমির গড় মূল্য প্রতি শতক ৪,৭০২/-টাকা ছিল এই জমি ঋণ প্রদানের সময় ২০১২ সালে (দোলা, নালা জমি) প্রতি শতক ১,০০,০০০/- টাকা প্রদর্শন পূর্বক ঋণ প্রদান করা হয়। যা পূর্বের ক্রয় মূল্যের চেয়ে ২০ গুণ বেশী। বিভাগীয় অফিস/প্রধান কার্যালয়ের মূল্যায়নের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি। এতে প্রতিয়মান হয় যে, অতিমূল্যায়ণ করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর নাই। খতিয়ান নং-৬ দাগ নং-৬৩৮ নালা, খতিয়ান নং-৪৪ তে দাগ নং-৬৪০ বিল/দোলা বিল এবং দোলা জমির মূল্য প্রতি শতক ১.০০ লক্ষ টাকা অতিমূল্যায়িত।

২। মঞ্জুরী পত্রে স্থানীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সমমূলধনসহ ২,০০,১৫,০০০/- টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে কিন্তু ক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে মাত্র ৯৫,১৫,০০০/- টাকা। যার টেন্ডার কোটেশন বিল ভাউচার নিরীক্ষার সময় সরবরাহ করতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে যন্ত্রপাতি যথাযথ ভাবে ক্রয় না করে টেন্ডার কোটেশন, কার্যাদেশ, বিল প্রদর্শন করে ক্যাশ গ্রহন করেছে। ফলে প্রকল্পের দায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন কার্য্য ব্যাহত হয়েছে।

৩। মঞ্জুরী পত্রের শর্ত নং-৩৪ মোতাবেক গ্রাহক দায় নিয়মিত করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালকের পূর্বের সিসি নং-১০২ মেয়াদ তাং-৩০/০৯/২০১১খ্রিঃ অনাদায়ী ২৮,৬৮,৩২৩ টাকা ২৯/০২/২০১২খ্রিঃ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় প্রকল্পের ঋণের টাকা অন্য ঋণে রূপান্তর/প্রবাহিত করায় প্রকল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে প্রকল্পের কিস্তি অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

৪। প্রকল্প ঋণের শর্ত নং- ৭(খ) মোতাবেক যন্ত্রপাতির বীমা করা হয়নি, যা ঝুঁকি অবস্থায় রাখা হয়েছে।

৫। প্রকল্প ঋণের শর্ত নং-৭ মোতাবেক যন্ত্রপাতি পাহারার জন্য গার্ড নিয়োগ করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও গার্ড নিয়োগের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

৬। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত ৮৮ মোতাবেক স্থানীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সমমূলধন খাতে ৮০.০৬ লক্ষ টাকা জমা করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জমা গ্রহন না করেই ক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

৭। ১ম ঋণাংক বিতরনের পরবর্তী ১৮মাসের পর হতে ১৯.১৭ লক্ষ টাকা পরিশোধের সিডিউল থাকলেও বর্তমান পর্যন্ত মাত্র ১৪,৫০,০০০/-টাকা পরিশোধ করেন।ফলে কিস্তি খেলাপী হওয়ায় কু ঋণে(বিএল) পরিনত হয়েছে।

- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৩ " এ দেখানো হ'ল।

অনিয়মের কারণঃ

- খন্ড খন্ড জমি সহ-জামানত হিসাবে বন্ধক রেখে অতিমূল্যায়ন পূর্বক ঋণ প্রদান এবং মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে গ্রাহক কে প্রকল্প ঋণ(টার্ম লোন) প্রদান করায় কু ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ৩,২৪,৪০,৯৯১ (তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার নয় শত একান্নব্বই মাত্র) টাকা।

ফলাফলঃ

- সহ জামানত সম্পত্তি অতিমূল্যায়ণ করে ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি এবং টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- টেন্ডার কোটেশন, কার্যাদেশ, বীমা, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পত্রিকার বিজ্ঞাপন, তাৎক্ষণিক ভাবে ঋণ নথিতে পাওয়া গেল না। গার্ড নিয়োগ বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ঋণটি আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালত নীলফামারীতে মামলা দায়ের করা আছে যা বিচারাধীন। পরবর্তিতে অগ্রগতি বিষয়ে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারন আপত্তিতে উল্লেখিত খন্ড খন্ড জমি বন্ধক এবং অতিমূল্যায়ণ করে ঋণ প্রদানের বিষয়ে কোন মন্তব্য/জবাব প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৭/০১/১৬খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৩/০২/১৬খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২/০৭/২০১৬খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উপরিউক্ত অনিয়মের মাধ্যমে লোন প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করত: ঋণের টাকা আদায় করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রদত্ত শর্তাবলী অনুসরণ/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪ ।

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ প্রদান এবং তদারকির অভাবে **ঋণের অর্থ** আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণ **দুটি** কু-ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮,৯২,৫১,৩৭৭টাকা।

বিবরণ:

জনতা ব্যাংক লিঃ, কর্পোরেট শাখা,বগুড়া'র ২০১২ ও ২০১৩ বছরের হিসাব ১২.৬.২০১৪খ্রিঃ হতে ২২.৬.২০১৪খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সিসি ঋণ নথি ও লেনদেন বিবরনী হতে পরিলক্ষিত হয় য়ে,

(১) মেসার্স জব্বার এন্ড সন্স এর অনুকুলে বিভিন্ন কৃষি পণ্য ব্যবসার জন্য ২০০৮ সালে মঞ্জুরী পত্র নং ১৭৫/২০০৮ তারিখঃ ২৫.৩.০৮ মাধ্যমে ঋণসীমাবৃদ্ধি করে ৪০.০০লক্ষ টাকা হতে ৭০.০০লক্ষ টাকায় নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয় (কপি সংযুক্ত)

- ঋণ গ্রহীতাকে ২০০৩ সালে ২৫.০০ লক্ষ টাকা ও ২০০৭ সালে ঋণসীমা বৃদ্ধি করে ৪০.০০ লক্ষ টাকায় নবায়ন করা হয়। কিন্তু লেনদেন বিবরনী হতে দেখা যায় বর্ণিত ঋণ মেয়াদের মধ্যে একবারের জন্যও সমন্বয় হয়নি। তদুপরি ঋণ সীমা প্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি করে ৭০.০০ লক্ষ টাকায় নবায়ন মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।
- ঋণ মঞ্জুরীর বিশেষ শর্তে বলা হয়,১১.৬-হাইপোথিকেশনে রক্ষিত মালামাল বিধি মোতাবেক পরিদর্শন পুর্বক মাসিক ভিত্তিতে ষ্টক রিপোর্ট শাখায় সংরক্ষন করতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী হাইপোথিকেশনে রক্ষিত মালামাল পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদনে সংরক্ষন করতে হবে এবং ১১.৯-লিমিটের শর্ত মোতাবেক ঋণের সঠিক ব্যবহার ও সমন্বয়ের ব্যাপারে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিবিড় তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু উক্ত শর্ত পরিপালন করার কোন প্রমানক পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ঋণ নবায়ন প্রস্তাব প্রেরণের সময় ঋণ গ্রহীতার ঘোষিত মালামালের সত্যতা ব্যাংক কর্তৃক যাচাই করা হয়নি।
- লেনদেন বিবরনী হতে দেখা যায়,একই দিনে প্রায় সমপরিমান অর্থ উত্তোলন ও জমা প্রদান করা হয়েছে যা যথাযথ ব্যবসায়িক কার্যক্রম হিসাবে গন্য করা যায়না। তাছাড়া পরবর্তীতে ঋণটি ২০০৯ ও ২০১০সালে ২বার নবায়ন করা হলেও ঋণ গ্রহীতা স্বাভাবিক লেনদেনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণটি খেলাপীতে পরিনত হয়েছে যা হতে প্রতীয়মান হয় যে ঋণ গ্রহীতা বর্ধিত ঋণ গ্রহনের উপযোগী ছিলেন না। ফলে ঋণটি শ্রেনীকৃত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঋণ গ্রহীতাকে ১২ মাসে ১২টি কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা সেই সুযোগ গ্রহনে ব্যর্থ হন। ফলে ব্যাংক ৭০,৩৮,৭৩৬ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

(২) মেসার্স খন্দকার জুট মিলস লিঃ এর অনুকুলে মঞ্জুরী পত্র নং-এসএমইডি/ খন্দাকার জুট মিল/ প্রকল্প ঋণ/হান্নান/১০ তারিখঃ ০৮.০২.২০১১খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৬,৬৬,২৭,৯০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়।

- ঋণের মঞ্জুরী পত্রে বলা হয় প্রকল্প নির্মানাধীন সুদ সহ প্রকল্প ঋণের অর্থ মোট ৭ বছরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২৪ টি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য এবং নির্মাণকালীন সময়ের সুদ পরিশোধ করার পর প্রতি ৩ মাস অন্তর কিস্তি পরিশোধের সিডিউল তৈরী করে দেয়া হয়(কপি সংযুক্ত)।
- ঋণ গ্রহীতার লেনদেন বিবরনী হতে দেখা যায় ঋণ উত্তোলনের পর ঋণ গ্রহীতা অদ্যাবধি নির্মাণকালীন(IDCP-Interest of during the construction period) সুদের কিস্তি পরিশোধ করেননি এবং প্রকল্প ঋণেরও কোন কিস্তি পরিশোধ করেননি। পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প ঋণের কিস্তি পরিশোধের পুনঃতফসিল করা হলেও ঋণ গ্রহীতা কোনো কিস্তি পরিশোধে সক্ষম হননি। ফলশ্রুতিতে ব্যাংক ৮,২২,১২,৬৪১ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন(০৭.৪.২০১৪ তারিখের) হতে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন সীমিতভাবে চলছে। যা হতে প্রতীয়মান হয় ঋণ গ্রহীতার প্রকল্প প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্পের পুর্ণ বাস্তবায়ন ক্ষমতা,দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে যাচাই না করেই ঋণ গ্রহীতাকে বিপুল অংকের প্রকল্প ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যার জন্য ঋণ গ্রহীতা ঋণের কিস্তি জমা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে ঋনটি কু-ঋণে পরিনত হয়েছে ।
- বিস্তারিত পরিশিষ্ট '০৪' এ দেখানো হ'ল।

অনিয়মের কারণঃ

- অতিরিক্ত ঋণ সীমা বৃদ্ধি করে কৃষি পণ্য ঋণ নবায়ন করায়, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা যাচাই না করেই প্রকল্প ঋণ প্রদান করায় এবং তদারকির অভাবে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণ দুটি কু-ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮,৯২,৫১,৩৭৭ (আট কোটি বিরান্নব্বই লক্ষ একান্ন হাজার তিন শত সাতাত্তর মাত্র) টাকা।

ফলাফলঃ

- ব্যবসায়িক যোগ্যতার অতিরিক্ত ঋণ সীমা বৃদ্ধি করে কৃষি পণ্য ঋণ নবায়ন করায় এবং কু-ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মেসার্স জব্বার এন্ড সন্স কিছু অর্থ নগদ জমা দিয়ে ও কিছু টাকার পোষ্ট ডেটেড চেক জমা দিয়ে সুদ মওকুফের আবেদন করলে ঋণটি সুদ মওকুফের আওতায় প্রক্রিয়াধীন আছে এবং বারবার মৌখিক ও লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে মেসার্স খন্দকার জুট মিলস লিঃ কর্তৃক একটি পোষ্ট ডেটেড চেক প্রদান করার পর চেকটি প্রত্যাখাত হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে এন আই অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা মেসার্স জব্বার এন্ড সন্স এর ঋণটি প্রায় ৪ বছর পুর্বে খেলাপীতে পরিনত হয়েছে। পুর্বেই আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঋণটির আদায়যোগ্য অর্থ আদায়ের উদ্যোগ গ্রহন করলে ব্যাংক আরও পুর্বে ঋণটির টাকা সমন্বয় করা যেত বলে নিরীক্ষা মনে করে । তাছাড়া বিধি মোতাবেক ওভারডিউ কিস্তির ১৫% জমা দিলে ঋণ পুণঃতফসিল করার সুযোগ প্রাপ্য হলেও বর্ণিত হারে জমা না দিয়েই পুণঃতফসিলের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮-১০-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৪-১২-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১০-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমানকসহ ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হ'ল।
- এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋণ মঞ্জুরী যথাযথভাবে করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরন/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনামঃ মেসার্স এম এম ভেজিটেবল ওয়েল প্রোডাক্টস্ লিঃ কে এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত ক্রুড পাম অয়েল (Crude Palm Oil) এর মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে সহায়ক জামানত ব্যতীত এল টি আর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ মেয়াদ উর্ত্তীণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত ৩৫,১২,৬৭,৩০৭ টাকা।

বিবরণঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, রূপালী সদন কর্পোরেট শাখা,লালদিঘী পূর্ব পাড়, চট্টগ্রাম এর ২০১২-২০১৩ সালের হিসাব নিরীক্ষা ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স এম এম ভেজিটেবল ওয়েল প্রোডাক্টস্ লিঃ এর এল টি আর ঋণ নথি ও রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স এম এম ভেজিটেবল ওয়েল প্রোডাক্টস্ লিঃ কে এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত ক্রুড পাম অয়েল (Crude Palm Oil) এর মূল্য পরিশোধের নিমিত্তে সহায়ক জামানত ব্যতীত এল টি আর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ মেয়াদ উর্ত্তীণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত ৩৫,১২,৬৭,৩০৭ টাকা।
- রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, রূপালী ভবন, ৩৪ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিভাগ এর স্মারক সুত্র নং- প্রকা/আবি/বৈবাঅদ/১০/২৯২, তারিখ ০৩/১১/২০১০ খ্রিঃ এবং এ কার্যালয়ের স্মারক নং-রূপচ/আকাচপ/১০/৪০৬, তাং-০৮/১১/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স এম এম ভেজিটেবল ওয়েল প্রোডাক্ট লিঃ কে ইন্দোনেশিয়া থেকে ৪০০০ মেঃ টন CDSO/CPOLIEN আমদানীর জন্য ঋনপত্র (এলটিআর সুবিধাসহ) খোলার অনুমোদন প্রদান করেন।
- অনুমোদিত ঋণ সীমায় গ্রাহক এলসি নং-০২৭৩১১০১০০০১ তারিখ ৩০/০১/১১) স্থাপনের মাধ্যমে ৩০০০ মেঃ টন সিপিও আমদানী করেন যার মূল্য মাঃ ডঃ ৩৭৮৭৫০০.০০, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ২৫,৭৩,৯৩,৬৫৬ টাকা মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী এল টি আর সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট আমদানী দলিল হস্তান্তরের মাধ্যমে মালামাল খালাস করানো হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের (চ) শর্তানুযায়ী এল টি আর এর মেয়াদ ছিল ১৮০ দিন।
- মঞ্জুরী পত্রের ২ নং শর্তানুযায়ী পোস্ট ডেটেড চেক নিশ্চিত হয়ে গ্রহণ করতে হবে যেন ডিসঅনার (Dishonur) না হয়। কিন্ত গ্রাহক ৩০/০৪/২০১২, ২৮/০৫/২০১২ এবং ২৮/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে চেকের মাধ্যমে ১১,৯১,৯৯,৯৯৯/- টাকা পরিশোধের জন্য তিনটি চেক প্রদান করেন। উক্ত চেকগুলো পরবর্তীতে অপ্রতুল তহবিলের কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের ১০ নং শর্তানুযায়ী পুর্ণ ঋনাঙ্কের জন্য মর্টগেজ/ডকুমেন্ট/চার্জ সৃষ্টির কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদন করে ঋণ বিতরণের নির্দেশ থাকলেও জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ করা হয়।
- শাখার সাথে গ্রাহকের লেনদেন না থাকলেও ৩০/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে চলতি হিসাব খোলা হয়। ঋণ গ্রহীতার আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকা বা স্বচ্ছলতা যাচাই না করে কোন প্রকার সহায়ক জামানত ছাড়া বড় অংকের ট্রাস্ট রিসিট ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ বৈধ হয়নি। জামানত ব্যতীত বিশ্বাসযোগ্যতা না দেখালেও তারই অনুকূলে এলটিআর ঋণ বিতরণ করা হয়।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপুরণ না করে এল টি আর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ মেয়াদোর্ত্তীণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত হয়েছে।
- কেন এবং কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে মেসার্স এম এম ভেজিটেবল ওয়েল প্রোডাক্ট লিঃ কে মর্টগেজ/ডকুমেন্টেশন কার্যাদি সম্পাদন না করে এল টি আর ঋণ প্রদান করা হয় তা নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হয়।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৫" তে প্রদর্শিত হ'ল।

অনিয়মের কারণঃ

- এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত ক্রুড পাম অয়েল (Crude Palm Oil)এর মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত গ্রাহককে সহায়ক জামানত ব্যতীত এল টি আর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ মেয়াদোর্ত্তীণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে শ্রেণীকৃত ৩৫,১২,৬৭,৩০৭ (পয়ত্রিশ কোটি বার লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিন শত সাত মাত্র) টাকা।

ফলাফলঃ

- সহায়ক জামানত ব্যতীত এল টি আর ঋণ মঞ্জুর করায় মঞ্জুরীকৃত ঋণ মেয়াদ উর্ত্তীণ, অনাদায়ী এবং মন্দ ঋণে পরিণত ও ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রাপকের বিরুদ্ধে চেক ডিসঅনারের কারণে এন. আই. এ্যাক্ট (Negotiable Instrument Act) এ মামলা করা হয়েছে। প্রাপকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব যথাযথ নয়। কেননা শর্তারোপ ব্যতীত ঋণ মঞ্জুর করায় প্রদত্ত ঋণটি অনাদায়ী এবং মন্দঋণে শ্রেণীকৃত হয়েছে। দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তির কাছ থেকে উক্ত ঋণের টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১-০৩-১৫খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২২-০৪-১৫খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২৯-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- নিরীক্ষা মন্তব্য অনুযায়ী দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক ঋণের টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরন/প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষকেজ জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ- ০৬।

শিরোনামঃ লিয়েনকৃত কার্যাদেশের মূল্য গ্রাহকের ঋণ হিসাবে জমা হওয়ার শর্ত থাকা সত্ত্বেও তা জমা না করায় এসএমই (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) ঋণের শ্রেণিবিন্যাসিত অনাদায়ী ৩,৭২,১২,৯৩৩ টাকা।

বিবরণ:

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, ঝিনাইদহ শাখা এর ২০১১-১৩ সালের হিসাব ২৭/৪/১৪ হতে ০৪/৫/১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে এসএমই ঋণ গ্রহিতার নথি, মঞ্জুরীপত্র, সহায়ক জামানত সংক্রান্ত কাগজপত্র, অন্যান্য ডকুমেন্টস ও অঙ্গীকার নামা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

লিয়েনকৃত কার্যাদেশের মূল্য গ্রাহক মোঃ শাহিনুর আলমের ঋণ হিসাবে জমা হওয়ার শর্ত থাকা সত্ত্বেও উহা জমা না করায় এসএমই (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) ঋণের শ্রেণীবিন্যাসিত অনাদায়ী ৩,৭২,১২,৯৩৩/=টাকা।

- ঋণ হিসাবটি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোঃ শাহিনুর আলম, পার্কপাড়া, কবি সুকান্ত সড়ক, ঝিনাইদহ কে এসএমই এর আওতায় চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ৩.০০ কোটি টাকা ঠিকাদারী ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ২০/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয় যার মেয়াদোর্ত্তীণের তারিখ ছিল ২০/০৫/২০১৩ খ্রিঃ । পরবর্তীতে ২৯/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবটি পুন:তফসিল (নবায়ন) করা হয়। ঋণটির বিপরীতে প্রাথমিক জামানত হিসাবে সড়ক ও জনপথ দপ্তরের অধীনে রাস্তা প্রশস্থ করণের কার্যাদেশ নং যসসা/১৪৮৭ তারিখ ২৫/৫/২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক ৩,৯৩,৪৯,৭৬৮/- টাকা ও কার্যাদেশ নং যসসা/১৪৮৯ তারিখ ২৫/৫/২০১২খ্রিঃ অনুযায়ী ৩,৮৬,৭২,৭২০/- টাকার কাজের বিল ব্যাংকের অনুকূলে লিয়েন করা হয় এবং সহায়ক জামানত হিসাবে ঋণ গ্রহিতার নিজস্ব ও ৩য় পক্ষের যৌথ মালিকানায় ঢাকা জেলার পাইকপাড়া মৌজায় ১০৯০ ব:ফুটের ১ টি ফ্ল্যাট বাড়ী ও ২৮০ ব: ফুটের ১টি দোকান এবং উত্তরখান মৌজায় ৪.৭৫ কাঠা জমি ও ধউর মৌজায় ২ শতক জমি ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা হয়।
- পরিশোধ পদ্ধতি অনুযায়ী লিয়েনকৃত কার্যাদেশের মূল্য (৩,৯৩,৪৯,৭৬৮+৩ ৮৬,৭২,৭২০)= ৭,৮০,২২,৪৮৮/ টাকার বিপরীতে ৪,৮৬,২৩,৭৪৯/- টাকার বিল সড়ক দপ্তর থেকে ঋণ গ্রহিতা কর্তৃক উত্তোলন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহিতার ঋণ হিসাবে কোন টাকা জমা করা হয়নি।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৬" এ দেয়া হ'ল।

অনিয়মের কারণঃ

- লিয়েনকৃত কার্যাদেশের মূল্য গ্রাহকের ঋণ হিসাবে জমা হওয়ার শর্ত থাকা সত্ত্বেও তা জমা না করায় এসএমই (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) ঋণের শ্রেণী বিন্যাসিত অনাদায়ী ৩,৭২,১২,৯৩৩ (তিন কোটি বাহাত্তর লক্ষ বার হাজার নয় শত তেত্রিশ মাত্র) টাকা।

ফলাফলঃ

- লিয়েনকৃত কার্যাদেশের মূল্য গ্রাহক মোঃ শাহিনুর আলমের ঋণ হিসাবে জমা হওয়ার শর্ত থাকা সত্ত্বেও তা জমা না করায় এসএমই (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) ঋণের শ্রেণী বিন্যাসিত অনাদায়ী ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- অনাদায়ী বকেয়া টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ঋণের বিপরীতে গৃহিত ত্রুটিপূর্ণ, ঝুকিপূর্ণ জামানত গ্রহন ও নিয়মিত করার বিষয়টি বিভাগীয় অফিস কর্তৃক উৎঘাটিত হয়েছে এবং ঋণটি ৩০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়েছে। নিরীক্ষাকালীন সময় ঋণ গ্রহিতা/ ঠিকাদারের সড়ক অধিদপ্তরে নিকট বকেয়া বিল আছে ২,৯৩,৯৮,৭৪০/-টাকা। প্রকৃত পক্ষে শ্রেণীবিন্যাস এড়ানোর লক্ষ্যে পুনঃতফসিল করা হলেও পুনঃতফসিলের শর্ত অনুযায়ী সীমাতিরিক্ত ঋণ সীমা ৫৬.৯৬ লক্ষ টাকা ডাউন পেমেন্ট এবং জানুযারী/২০১৪ থেকে এপ্রিল/১৪ পর্যন্ত মাসিক ২৫ লক্ষ টাকা হিসাবে চার মাসে (২৫,০০,০০০+২৫,০০,০০০+ ২৫,০০,০০০+২৫,০০,০০০) = ১,০০,০০,০০০/-টাকা + ১৫% সুদ জমা দেয়ার নির্দেশ থাকলেও পর পর ৪টি কিস্তি বকেয়া থাকায় ঋণটি ব্যাড এন্ড লস হিসাবে পরিণত হয়েছে। ঋণ হিসাবের বকেয়া আদায়ের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮-০৮-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৩-১০-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অবিলম্বে ঋণগ্রহীতার নিকট হতে ঋণের অর্থ আদায় করা আবশ্যক। অন্যথায় ঋণটির সুপারিশকারী ব্যবস্থাপক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং মঞ্জুরকারীর নিকট থেকে ব্যাংকের ক্ষতিজনিত টাকা অতিসত্ত্বর আদায় করা আবশ্যক।
- এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরন/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭।

শিরোনামঃ জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ ও হাইপোঃ) এবং ওভার ড্রাফট্ ঋণ প্রদান ও তা আদায় না হওয়ায় খেলাপী ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে অবলোপনকরণ এবং অবলোপন পরবর্তীতেও আদায় না হওয়ায় ক্ষতি ১,২৬,৫৭,৫৪৪.৯৯ টাকা ।

বিবরণঃ

রূপালী ব্যাংক লিঃ, নামাজগড় শাখা, বগুড়া- এর ২০০৮-২০১৩ সালের হিসাব ০৪/১২/২০১৪ হতে ১৪/১২/২০১৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণকেস নথি, ঋণ লেজার/কার্ড, অবলোপন নথি-লেজার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ ও হাইপোঃ) এবং ওভার ড্রাফট্ ঋণ প্রদান ও তা আদায় না হওয়ায় খেলাপী ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে অবলোপনকরণ এবং অবলোপন পরবর্তীতেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ১,২৬,৫৭,৫৪৪.৯৯ টাকা ক্ষতির আশঙ্খা দেখা দিয়েছে ।
- নিরীক্ষায় দেখা যায়-সঠিকভাবে সম্ভাব্য ঋণ গ্রহিতা নির্বাচন না করে জামানত সম্পত্তি ব্যতিত ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ ও হাইপোঃ) এবং ওভার ড্রাফ্ট ঋণ প্রদান / বিতরণ করা হয়েছে।
- সঠিকভাবে ঋণের টাকা সদব্যবহার না হওয়ায় এবং তা আদায়ের ক্ষেত্রে তৎপরতার অভাব থাকায় অর্থাৎ অ-তদারকী ও সময়োপযোগী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে ঋণ আদায় না হয়ে খেলাপী ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় এবং জামানত সম্পত্তি না থাকায় ঋণের টাকা আদায় সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তীতে তা অবলোপন করা হয়েছে। অবলোপন পরবর্তীতেও তা আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ০৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ প্রতিবেদন খানা ইস্যু করা সত্ত্বেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
- বিবরণ পরিশিষ্ট -"০৭" দেয়া হ'লা ।

অনিয়মের কারণঃ

- জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ ও হাইপোঃ) এবং ওভার ড্রাফট্ ঋণ প্রদান ও তা আদায় না হয়ে খেলাপী ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে অবলোপনকরণ এবং অবলোপন পরবর্তীতেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১,২৬,৫৭,৫৪৪.৯৯ (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচ শত চুয়াল্লিশ টাকা নিরান্নব্বই পয়সা মাত্র) টাকা ।

ফলাফলঃ

- জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ ও হাইপোঃ) এবং ওভার ড্রাফট্ ঋণ প্রদান ও তা আদায় না হয়ে খেলাপী ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বর্ণিত ঋণের টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সঠিকভাবে ঋণ গ্রহিতা নির্বাচন না করে জামানত না নিয়ে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও তা আদায় হয়নি, বিধায় অডিটি প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে গন্য করা যায় না।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৭-০৫-১৫খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৪-০৬-১৫খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১০-১১-২০১৫খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উক্ত ক্ষতির টাকা সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহিতার নিকট হতে অন্যথায় ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণকারী দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরন/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

অনুচ্ছেদ নং- ০৮।

শিরোনাম: প্রকল্প ঋণের অর্থ আদায় না করায় ঋণটি শ্রেণীকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ৪,১৫.৪১ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ:

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মূখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, চাঁদপুর ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীন ৮ টি শাখার ২০১০-২০১১ হতে ২০১৪-২০১৫ সালের হিসাব ০৫-১১-২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৭-০১-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের সিএল বিবরণী, প্রকল্প ঋণের মঞ্জুরীপত্র, হিসাব বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, পুরান বাজার শাখা কর্তৃক মঞ্জুরী পত্র নং- জিএমসি/এলসি.নং.৩৮/৮৪-৮৫/৮০৩(৬) তারিখ: ০৫/০৯/৮৫ খ্রিঃ অনুযায়ী মেসার্স পাইওনিয়ার ফিশিং নেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, পুরান বাজার, চাঁদপুরকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের আওতায় দেশীয় জাল তৈরির কারখানা স্থাপন ও বিপনণ এর জন্য ১৩% হার সুদে ১,৯৩,৫০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রকল্প জমি, প্রকল্প আসবাবপত্র ও মেশিনারী ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে বন্ধক রাখা হয়।
- ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ার ১ বৎসর পর অথবা ঋণ গ্রহণের প্রথম তারিখ হতে ২ বৎসর পর যা আগে শুরু হবে তখন হতে ২৪ টি সমকিস্তিতে ৬ মাস পর পর ১২ বছরে সুদসহ ঋণ আদায় করার কথা উল্লেখ রয়েছে।
- আরও শর্ত ছিল যে, প্রকল্পের উৎপাদিত মজুদ মালামালের রিপোর্ট নিয়মিত ব্যাংক কর্তৃক সংগ্রহ পূর্বক নির্ধারিত কিস্তির অর্থ আদায় করতে হবে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহীতা যথাসময়ে ঋণের অর্থ পরিশোধ করেনি। অপরদিকে প্রকল্পে উৎপাদিত মালামালের মজুদ রিপোর্টও স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি । উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বর্তমানে চালু অবস্থায় নেই।
- মেসার্স পাইওনিয়ার ফিশিং নেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর প্রকল্প ঋণের টাকা আদায় না করায় ঋণটি শ্রেণীকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪,১৫,৪১,৫০৬ (চার কোটি পনের লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচ শত ছয় মাত্র) টাকা । বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ০৮" এ দেখানো হ'ল।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ আদায়ে কর্তৃপক্ষে তদারকির ঘাটতি ছিল।
- ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত অনুসরণ করা হয়নি।

ফলাফল:

- ঋণ আদায়ের ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- প্রকল্প ঋণ আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আদায়পূর্বক অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীকৃত হওয়ার পরও প্রকল্প ঋণের দায় আদায়/সমন্বয়ের ব্যাপারে গ্রাহকদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। যা গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের পরিচয় বহন করে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ০৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ১২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সত্বর প্রকল্প ঋণের অর্থ আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরন/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং: ৯।

শিরোনাম: দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের আওতায় প্রকল্প ঋণের টাকা আদায় না করে পরবর্তীতে একই জামানতের বিপরীতে সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও ঋণের টাকা আদায় না করায় ঋণটি মন্দ ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংকের ১০,২৩.৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ:

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), মূখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়, চাঁদপুর ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীন ৮ টি শাখার ২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫ সালের হিসাব ০৫-১১-২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৭-০১-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণের সিএল বিবরণী, সিসি (প্লেজ) ঋণের মঞ্জুরীপত্র, হিসাব বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মেসার্স পাটোয়ারী কোল্ড স্টোরেজ লিঃ কে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা সত্ত্বেও এবং পরবর্তীতে একই জামানতের বিপরীতে সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও ঋণের টাকা আদায় না করায় ঋণটি শ্রেণীকৃত ও মন্দ ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংক (৯,৬০,১৭,০০০+৬৩,২৩,০০০)=১০,২৩,৪০,০০০ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

- বিকেবি, চাঁদপুর শাখা, কর্তৃক মঞ্জুরী পত্র নং- প্রকা/প্রবাবি/-১৯(৭৯)৯৪-৯৫/৫৮৫ তারিখঃ ০২/১১/৯৪ খ্রিঃ অনুযায়ী পাটোয়ারী কোল্ড স্টোরেজ লিঃ, বাগাদি রোড, ইচলি, চাঁদপুরকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের আওতায় ৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আলুর হিমাগার স্থাপন এর জন্য ১২.৫০% হার সুদে ৫,০০,০০,০০০ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- উক্ত ঋণের বিপরীতে প্রকল্প জমি, প্রকল্প ইমারত ও মেশিনারী ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে বন্ধক রাখা হয়।
- ঋণ মঞ্জুরীর শর্তানুযায়ী প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার ২৪ মাস পর হতে ১০ বছরে ১০ টি বার্ষিক কিস্তিতে সমুদয় ঋণ সুদসহ আদায় করার কথা উল্লেখ রয়েছে।
- ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ে যথাযথ তদারকি না করায় ঋণটি শ্রেণীকৃত ও মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে এবং ৯,৬০,১৭,০০০ টাকা অনাদায় রয়েছে।
- পরবর্তীতে, একই জামানতের বিপরীতে বিকেবি, চাঁদপুর শাখা কর্তৃক মঞ্জুরী পত্র নং-প্রকা/ঋঃআঃ-১/১১ (৪৫)/২০০০-০১/৩৯ তারিখঃ ০১/০৩/২০০১ অনুযায়ী মেসার্স পাটোয়ারী কোল্ড স্টোরেজ, বাগাদী রোড, ইচলী, চাঁদপুর কে আলু ক্রয় করে সংরক্ষনের জন্য সিসি (প্লেজ) খাতে বার্ষিক ১৫.৫০% হারে সুদে ২,৮০,৭০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরী শর্তানুযায়ী ঋণ সীমার বিপরীতে মজুদকৃত আলু সকল প্রকার ঝুঁকি কভার পূর্বক বীমাকৃত অবস্থায় ব্যাংকের অনুকুলে শাখার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন প্লেজ থাকবে।
- উক্ত ঋণের বিপরীতে মজুদ আলু কোম্পানির সকল স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ (জমি, দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি) প্রভৃতি ব্যাংকের নিকট জামানত হিসাবে বন্ধক রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত জামানত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রেও জামানত হিসেবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক রাখা রয়েছে।
- উল্লিখিত ঋণের টাকা ব্যাংক কর্তৃক আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত টাকা মন্দ ঋণে পরিণত হয় এবং ৬৩,২৩,০০০/- টাকা অনাদায় রয়েছে।
- এমতাবস্থায়, প্রকল্প ঋণ বাবদ অনাদায়ী ৯,৬০,১৭,০০০ এবং সিসি (প্লেজ) বাবদ অনাদায়ী ৬৩,২৩,০০০ সর্বমোট ১০,২৩,৪০,০০০ (দশ কোটি তেইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা ক্ষতি।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৯" এ দেখানো হ'ল।
- উল্লিখিত টাকা আদায় না হওয়ার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহন করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণ:

- ঋণ আদায়ে কর্তৃপক্ষের তদারকির ঘাটতি ছিল।
- ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত অনুসরণ করা হয় নাই।

ফলাফল:

- ঋণ আদায়ের ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রকল্প ঋণ ও সিসি (প্লেজ) আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আদায় পূর্বক অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীকৃত হওয়ার পরও প্রকল্প ঋণ ও সিসি (প্লেজ) এর দায় আদায়/ সমন্বয়ের ব্যাপারে গ্রাহকদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি, যা গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের পরিচয় বহন করে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ০৪/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ১২/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সত্বর প্রকল্প ঋণ ও সিসি (প্লেজ) এর টাকা সমন্বয়/ আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরন/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১০।

শিরোনামঃ সহায়ক জামানত ব্যাতীত মেসার্স রহমান ট্রেডিংকে এলসির বিপরীতে আমদানীকৃত পন্যের মূল্য পরিশোধের জন্য মঞ্জুরীকৃত ১১টি এলটিআর ঋণের টাকা অনাদায়ী ও আর্থিক ক্ষতি ৬৩,৯৫,০৪,০০০ টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ষোলশহর শাখা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম এর ২০১২-২০১৪ খ্রিঃ অর্থ বছরের হিসাব ০৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ থেকে ২১/১০/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, বার্ষিক সমাপনী হিসাব বিবরণী, এলটিআর রেজিস্টার ও মেসার্স রহমান ট্রেডিং এর এলসি নথি, এলটিআর নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সহায়ক জামানত ব্যাতীত মেসার্স রহমান ট্রেডিংকে এলসির বিপরীতে আমদানীকৃত পন্যের মুল্য পরিশোধের জন্য মঞ্জুরীকৃত ১১টি এলটিআর ঋণের টাকা মেয়াদোত্তীর্ন, অনাদায়ী ও আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা টাঃ ৬৩,৯৫,০৪,০০০ টাকা।
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আন্তর্জাতিক বিভাগ, প্রধান কার্যালয় ঢাকার মঞ্জুরীপত্র নং-আঃ বিঃ ১০ (২০৬) ৩য় খন্ড/২০১২-১৩/১৩২৭, তারিখ- ০২/১০/২০১২ খ্রিঃ স্মারকমূলে মেসার্স মোস্তফা গ্রুপ অব ইন্ডাঃ এর আওতাধীন প্রতিষ্টান মেসার্স রহমান ট্রেডিংকে এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত মালামালের মূল্য এলটিআর দায় সৃষ্টির মাধ্যমে শিপিং ডকুমেন্টস ছাড়করণের লক্ষ্যে ১০% নগদ মার্জিনে রিভলভিং ভিত্তিতে ভোগরত ৭০,০০,০০,০০০ টাকার এলটিআর লিমিট ও লিমিটের আওতায় ৬০,০০,০০,০০০ টাকার এলটিআর লিমিট ও লিমিটের অনুমোদনসহ নবায়ন নিম্নোক্ত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়।
- শর্তাবলীর "ক" তে উল্লেখ আছে সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোস্তফা অর্গানিক শ্রীম্প প্রোডাক্ট এবং উদালিয়া চা বাগানের মেয়াদোত্তীর্ন ঋণ আদায়ের পরে নবায়ন মঞ্জুরী কার্যকর হবে। উল্লেখ্য যে, জুলাই/২০১২ তারিখ মেসার্স মোস্তফা শ্রীম্প প্রোডাক্ট এর কাছে অনাদায়ী পাওনা রয়েছে ৯,৯৮,৮২,১১১ টাকা।
- শর্তাবলীর "গ" অনুযায়ী ১০% মার্জিনে এলসি লিমিটের পরিমান ৭০,০০,০০,০০০ (স্থানীয় ও বৈদেশিক) এবং এলসি লিমিটের আওতায় ১০% মার্জিনে এলটিআর লিমিট ৬০,০০,০০,০০০ টাকা। উক্ত লিমিটের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ন এলটিআর এর দায় থেকে যে পরিমান টাকা সমন্বয়/পরিশোধ করা হবে সেই পরিমান এলসি স্থাপন ও এলটিআর সৃষ্টি করা যাবে।
- শর্তাবলীর "চ" অনুযায়ী মঞ্জুরীকৃত লিমিটের মেয়াদ ১৯/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে পরবর্তী এক বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
- শর্তাবলীর "ঝ" অনুযায়ী আমদানী ডকুমেন্টস এর উপর ৮০% পর্যন্ত এলটিআর সুবিধা প্রদান করা যাবে। তবে তা এককালীন কোন অবস্থাতেই ৬০,০০,০০,০০০ টাকার অধিক হবে না।
- শর্তাবলীর "ড" অনুযায়ী এলটিআর এর মেয়াদ ১২০ দিন এবং এলটিআর সুদের হার ১৫.৫০% যা ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত সুদের হারের সাথে পরিবর্তনীয়। মেয়াদের মধ্যে এলটিআর সমন্বয় না হলে অতিরিক্ত ১% সুদ আদায়যোগ্য হবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদারোপ করা হবে।
- শর্তাবলীর "ত" অনুযায়ী এলটিআর সৃষ্টির তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে এ মর্মে উদ্যোক্তার নিকট হতে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা গ্রহন করতে হবে।
- উপরোক্ত "ক" শর্ত অনুযায়ী সহযোগী প্রতিষ্টান মেসার্স মোস্তফা অর্গানিক শ্রীম্প প্রোডাক্টের নিকট থেকে মেয়াদোত্তীর্ন দায় আদায় না করে মেসার্স রহমান ট্রেডিং বরাবরে এলটিআর দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য মঞ্জুরী পত্রের "ত" শর্ত মোতাবেক প্রতিটি এলটিআর এর টাকা ১২০ দিনের মধ্যে সমন্বয় করার নির্দেশনা থাকলেও উক্ত সময় বা পরেও আদায় করেতে পারেনি। এতে এলটিআর ঋণ গ্রহীতা ট্রাস্ট ভঙ্গ করেছেন।
- ফলে ১১টি এলটিআর ঋণের মোট ৬৩,৯৫,০৪,০০০ (তেষট্টি কোটি পঁচানব্বই লক্ষ চার হাজার মাত্র) টাকা অনাদায়ী রয়েছে যা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। যদি সহায়ক জামানত নিয়ে উক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হত তাহলে গ্রাহক ঋণের টাকা অনাদায়ী রাখার সাহস পেত না।
- বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেখানো হ'ল।
- কেন এবং কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে সহায়ক জামানতবিহীন ও মেসার্স অর্গানিক শ্রীম্প এর নিকট থেকে অনাদায়ী পাওনা আদায় না করে মেসার্স রহমান ট্রেডিং কে এলটিআর ঋণ মঞ্জুর করে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ করা হলো।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত অনুসরণ করা হয়নি।

ফলাফল:

- সহায়ক জামানত ব্যতীত মেসার্স রহমান ট্রেডিংকে এলসির বিপরীতে আমদানীকৃত পন্যের মূল্য পরিশোধের জন্য মঞ্জুরীকৃত ১১টি এলটিআর ঋণের টাকা অনাদায়ী ও আর্থিক ক্ষতি ৬৩,৯৫,০৪,০০০ (তেষট্টি কোটি পঁচানব্বই লক্ষ চার হাজার মাত্র) টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে উদ্যোক্তার সঙ্গে শাখার পক্ষ থেকে টেলিফোনিক আলাপ, পত্র যোগাগোগ, দ্বি পাক্ষিক আলোচনা ও আইনগত নোটিশ প্রদানের মাধ্যম আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব যথাযথ নয়। কেননা বিপুল পরিমাণ ঋণ বিতরণের বিপরীতে সহায়ক জামানতের শর্ত মঞ্জুরী পত্রে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। সহায়ক জামানত থাকলে ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আগ্রহী থাকত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ৩১/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় । জবাব না পাওয়ায় ২৯/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সহায়ক জামানত ব্যতিত ঋণ মঞ্জুর করার কারণে আলোচ্য ঋণ অনাদায়ী হয়ে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যাক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরন/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

অনুচ্ছেদঃ ১১।

শিরোনামঃ প্রকল্প ঋণ গ্রহীতা মেসার্স পূর্নভবা ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজার্ভস লিঃ ও মেসার্স মিনি হাবিব বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ প্রকল্পের সম্পদের ইকুইটি বৃদ্ধি না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ স্থাপন ও প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ১৬,২৩.১৬ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণঃ

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, দিনাজপুর শাখা, দিনাজপুর এর ২০০৯-২০১৪ সালের হিসাব ০৫/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণ প্রদান ও আদায় নথি, রেজিস্টার পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রকল্প ঋণ গ্রহীতা মেসার্স পূর্নভবা ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজার্ভস লিঃ ও মেসার্স হাবিব মিনি বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ প্রকল্পের সম্পদের ইকুইটি বৃদ্ধি না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ স্থাপন এবং টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- প্রধান কার্যালয়ের সূত্র নং প্রকা/ঋণ ও অ-১/২২/০৪-০৫/৬(২), তারিখঃ ২২/০৭/২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স পূর্নভবা ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজার্ভস লিঃ কে প্রথম দফায় প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১০৪৫.৩৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ৫০:৫০ ডেট ইকুইটি অনুপাতে ৫২২.৬৯ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুরী দেয়া হয়।
- দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় কোম্পানীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ৫০:৫০ ডেট ইকুইটি অনুপাতকে বৃদ্ধি করে বিশেষ বিবেচনায় ৬০:৪০ ডেট ইকুইটি অনুপাতকে বর্ধিত ঋণ আকারে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় যথাক্রমে ১০৪.৫৩ লক্ষ, ১০৭.০০ লক্ষ ও ১১০.৭৩ লক্ষ টাকা সর্বমোট চার দফায় = (৫২২.৬৯+১০৪.৫৩+১০৭.০০+১১০.৭৩)= ৮৪৪.৯৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুরী দেয়া হয়।
- ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী প্রকল্প নির্মাণাধীন সময় যে সুদ হবে তা প্রকল্পটি চালুর বছর থেকে সমান ০৫ (পাঁচ) টি বাৎসরিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য এলসি খোলার ৪২ মাস পর অথবা প্রকল্প চালুর ২৪ মাস পর (যেটি আগে ঘটে) থেকে প্রকল্প ঋণ ১০টি সমান বাৎসরিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ঋণের ইকুইটি অপর্যাপ্ত এবং জামানত সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে ৫০:৫০ডেট ইকুইটি অনুপাতকে বৃদ্ধি ও খেলাপী দায় থাকা অবস্থায় ঋণ বিতরণ করায় উক্ত ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ১৫২১.৭৮ লক্ষ টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। যা অর্থ ঋণ আদালতের ধারা ৩৩,৩৩ (৫) ও ৩৩/৭ এর পরিপন্থী।
- প্রধান কার্যালয়ের ঋণ মঞ্জুরী পত্র নং প্রকা/ঋণ/অ-২/সিসি কোল্ডস্টোরেজ/এনসিডিপি-৪/২০০৫-০৬/৬২৯ (৪), তারিখঃ ১৯/০৪/২০০৬ খ্রিঃ মোতাবেক মেসার্স হাবিব মিনি বিশেয়ায়িত কোল্ড স্টোরেজকে বার্ষিক ৪০ মেঃ টন শাকসবজি, ফলমূল এবং ২০ মেঃ টন মাছ সংরক্ষণের নিমিত্ত কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের জন্য প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১২৯.৪১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ৬১:৩৯ ইকুইটি অনুপাতে ব্যাংক ঋণ ৭৯.০০ লক্ষ টাকা, ইকুইটি ৫০.৪১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ঋণ মঞ্জুরী দেয়া হয়। ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী প্রকল্প নির্মাণাধীন সময় যে সুদ হবে তা প্রকল্পটি চালুর বছর থেকে সমান অংকে চারটি বাৎসরিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে, যার বীমার সকল প্রকার ঝুঁকি সম্পাদন করতে হবে।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্পটি ১৪/০৫/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে চালু হলেও ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত অর্থাৎ ঋণটি শ্রেণিকৃত হওয়ার পূর্বে ২২.৫০ লক্ষ টাকা আদায় হলেও অদ্যাবধি ১০১.৩৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। আলোচ্য ঋণ গ্রহীতার প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে যাচাই কমিটির মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে, প্রকল্পের জন্য ৩০০০টি খাঁচা ক্রয়ের অনুমোদন হলেও প্রকৃতপক্ষে ৬০০টি খাঁচা ক্রয় করেছেন। স্থানীয়

মালামাল বাবদ মঞ্জুরীকৃত ২৪.২০ লক্ষ টাকার মধ্যে উদ্যোক্তার ইকুইটি ৭.৫০ লক্ষ টাকা নগদে জমা করার কথা যা তিনি ২০/১১/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে জমা দেয়ার অঙ্গীকার করেন কিন্তু জমা দেন নাই।

- আলোচ্য ঋণ গ্রহীতার প্রকল্পের সম্পদের ইকুইটি বৃদ্ধি না করে ঋণ মঞ্জুর ও ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী সকল প্রকার বীমা সম্পাদন না করেই ঋণ বিতরণ এবং খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ স্থাপন ও প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ১০১.৩৮ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত, ফলে মোট ১৬২৩.১৬ (১৫২১.৭৮+১০১.৩৮) লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত অবস্থায় আছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-"১১" এ দেখানো হ'ল।

অনিয়মের কারণঃ

- ঋণ গ্রহীতার প্রকল্পের সম্পদের ইকুইটি বৃদ্ধি না করে ঋণ মঞ্জুর ও ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী সকল প্রকার বীমা সম্পাদন না করেই ঋণ বিতরণ এবং খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ স্থাপন ও প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফলঃ

- ঋণ গ্রহীতার প্রকল্পের সম্পদের ইকুইটি বৃদ্ধি না করে ঋণ মঞ্জুর ও ঋণ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী সকল প্রকার বীমা সম্পাদন না করেই ঋণ বিতরণ এবং খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ স্থাপন ও প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ১৬২৩.১৬ (ষোল কোটি তেইশ লক্ষ ষোল হাজার মাত্র) লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আদায় হলে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ স্থাপন ও প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আাদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের ক্ষতির সম্ভাবনা।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ১০/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সত্বর উক্ত অর্থ প্রাপ্তির তারিখ হতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে আদায় করে নিরীক্ষা অফিসে জানানোর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল।
- এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।
- ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে গ্রাহকের যোগ্যতা/ঋণ প্রদানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরন/প্রতিপালন করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৪৭৫৩কম/এ—৮০০বই, ২০১৭ইং।